উঠো সবে ফুটে ফুল

আবদুস শহীদ নাসিম

উঠো সবে ফুটে ফুল

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

উঠো সবে ফুটে ফুল
আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 984-645-045-9

শ প্র. ২০

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯২
তৃতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৭

ডিজাইন ও মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
৯৩৫৮৪৩২, ৯৩৪৫৭৪১

মূল্য : ২২.০০ টাকা মাত্র

UTHO SHOBEY FUTEY FUL Rise up Like blossom (A book of kids' Ballade) by Abdus Shaheed Naseem Published by Shotabdi Prokashoni 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8311292. Ist Print : November 1992, 3rd Print : November 2007.

Price : Tk. 22.00 only

সূচিপত্র

::::::::: আমার কথা :::::::::

ছাত্র জীবনে কিছু কিছু ছড়া কবিতা লিখতাম। পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু কবিতা এবং ছড়া প্রকাশ হয়েছিল। সেখান থেকে বাছাই করে কিছু ছড়ার একটি সংকলন প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হলো। অবশ্য, পরবর্তী সময়েরও দু'চারটি ছড়া এখানে আছে।

শিশুদের কথা চিন্তা করেই এ প্রকাশনা। তারা উপকৃত হলেই শ্রম সার্থক হবে।

আবদুস শহীদ নাসিম

২৮/১০/১৯৯২

উঠো সবে ফুটে ফুল

নিয়ে এলুম আলোর বন্যা
খোশ কালাম,
কঁচি কিশোর ফুলকুঁড়িরা
আস্‌সালাম!

আল্লার পথে তোমরা কঁচি
নওজোয়ান,
দেবে পাড়ি বাধার পাহাড়
ঝড় তুফান।

উটো সবে ফুটে ফুল
বিলাও মুগ্ধ সৌরভ,
সত্য ন্যায়ের ঝান্ডা উড়াও
তোমরা দেশের গৌরব।

রাব্বুল আলামিন

স্রষ্টা সবার মহান চালক নিখিল ধরার
আল্লাহ্ প্রভু, মালিক সবার শক্তি অপার।
আপন দয়ায় মানুষ জ্বিন আর পাখ পাখালি
তরুলতা পাহাড় নদী মরু বালি,
আকাশ জমিন চাঁদ সিতারা সৃজন করে
দূর নীলিমার আরো দূরে আরশ পরে,
আসন করে আছেন তিনি থাকবেন আরো
যুগ যে কতো বলতে সাধ্যি নাইতো কারো।
সৃষ্টি সেরা মানুষ সবার যোগান আহার,
করুণায় তাঁরি বেঁচে থাকে জীব জানোয়ার,
গাছ গাছালি, মরার পরে জিয়ে ওঠে
মাঠের মাটি, ফুলের বাগে সুবাস ছুটে,
রাতের গর্ভে জন্ম নেয় সূর্য রবি,
দিনের পরে নেমে আসে রাতের ছবি,
চাঁদ সিতারায় আলো পায়, নীল দরিয়ায়
জাহাজ ভাসে, শিশু হাসে তাঁরি ইশারায়।
জগত জোড়া যত্তো কিছু মানে তারা
তাঁরই হুকুম, তাঁরই তরে আত্মহারা।
তাঁরই হুকুম মেনে চলে আকাশ জমিন
স্রষ্টা সবার মহান তিনি রাব্বুল আলামিন।

নবী তোমার

নবী তোমার মিষ্টি মধুর মুখের বাণী
তোমার সীরাত সত্য সরল মহান জানি।
'কুল জাহানের রহম তুমি' শরীফ তুমি
সবার শেষে সবার সেরা রসূল তুমি।
ফুলের মতোন কোমল তোমার হৃদয়-দিল
তারি কাছে তুচ্ছ অতি আকাশ নীল।
জয় করেছো দীন দুঃখীদের হৃদয়-মন
সব মানুষের তুমি সেরা আপন জন।
সব মানুষের নেতা তুমি আল আমীন
শত্রু মিত্র সবার তুমি আল আমীন।
জগত জুড়ে আনলে তুমি ন্যায়ের তুফান
ভুলে যখন পথ হারালো বিশ্ব জাহান।
জয় করেছো রসূল তুমি সত্যের আধার
সব কিছুই কষ্ট সাজা বাধার পাহাড়।
আল্লাহ্‌র পথে তোমার সাথি হলো যারা
তাঁদের ত্যাগে দীনের কাজে জাগলো সাড়া।

আমার দেশ

আমার দেশের মাটি এঁকে
বইছে নদীর ধারা,
আমার দেশের পাহাড় নদী
গাছে মাছে ভরা!
আমার দেশের পাড়াগাঁয়ে
সবুজ সবুজ মেলা,
কিশোর সোনা নদীর বুকে
দেয় ভাসিয়ে ভেলা!
আমার দেশের শোভন শোভা
আল্লাহ্‌র সেরা দান,
তাঁরি বাণী কুরআন পড়ে
কঁচি তাজা প্রাণ!

খুকুমনির হাসি

খুকুমনি রাগ করেছে
চুপ্‌টি করে রয়,
আদর করে ডাকি আমি
কথা নাহি কয়!
কিন্তু যখন সই শিরীন
ডাকলো দ্বারে এসে,
খুকুমনি ফুড়ুৎ করে
উঠলো তখন হেসে।

আযানের ছড়া

১

অযু করে আযান দে
টুপি মাথায় এলেন কে?
দাদু নানু আব্বু আর
ইমাম সাহেব এলেন যে!

২

মিনারে ঐ আযান দেয়
তোরা সবে চুপ কর,
আযান হলে কাজ নাই
নামায পড়ার অবসর।

৩

ভোর বিহানে
আযান হলে
পাখির মতো জেগে উঠে,
অযু করে
আমরা কিশোর
মসজিদ পানে যাই ছুটে।
নামায শেষে
পায়ে হেঁটে
মুক্ত মাঠে
তাজা হাওয়া নিই লুটে!

ঈদের ছড়া

১

ঈদের দিনে কত্তো মজা
নতুন জামা পরতে!
সারি সারি কাতার বেঁধে
সালাত আদায় করতে!

২

দীন দুঃখীদের খোঁজ খবর
ঈদের দিনে জানবো!
ঈদের খুশি সবার মাঝে
আমরা বয়ে আনবো!
ঈদের সালাত পড়ে সবাই
করবো কোলাকুলি!
করবো শপথ: বলবো সবাই
সত্য ন্যায়ের বুলি!

৩

ঈদের দিনে শপথ করি
আমরা নবীন বীর,
আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে
নোয়াই নাকো শির!

ফুলকুঁড়িদের নবী

যখন নবী ছোট্ট ছিলেন
শাহীন সোনার মতো,
মিথ্যা লড়াই দেখে তাঁহার
মনটি খারাপ হতো।
তাইতো ডেকে সব সাথিদের
শান্তি সেনা গড়লেন,
নবী হয়ে জাহেল দেশে
শান্তি কায়েম করলেন।
বিশ্বনবী ফুলকুঁড়িদের
দারুণ ভালো বাসতেন,
কাছে ডেকে আদর করে
মিষ্টি মধুর হাসতেন।
সব সোনাদের ডেকে কতো
মজার কথা বলতেন,
ফুলকুঁড়িদের হাতে ধরে
রাস্তা ঘাটে চলতেন।
নবীর শিক্ষা মহান অতি
ভাবতে লাগে বিস্ময়।
তাঁরই পথে চললে সবে
মহান হবে নিশ্চয়।

ঢাকা শহর

রঙ ধনুকের রঙের মতো
ঢেকে থাকে ঢাকা শহর,
সদর ঘাটে ছেয়ে থাকে
জাহাজ লঞ্চ নৌকার বহর!

মীরপুরে চিড়িয়াখানা
আজব লাগে দেখতে গেলে,
কততো রকম জীব জানোয়ার
বন্দী আছে সেই জেলে!

নোয়াবপুরে নাইতো নোয়াব
নামটি আছে ছন্দে,
পুরান ঢাকার ধারে কাছে
ঢোকা যায় না গন্ধে!

নতুন ঢাকা হচ্ছে নতুন
বাড়ছে শুধু বাড়ছে,
ভুঁড়ি যাদের মোটা অতি
শিকড় তারা গাড়ছে!

গেছেন যারা পরলোকে
তাদের কবর জেয়ারতে
আজিমপুরের গোরস্তানে
লোকের মেলা কদর রাতে!

বাসের ভীড়ে গুলিস্তানে
চলাই সেথা মুশকিল,
পকেট মার ধরা পড়ে
খায় ঘুষি খায় কিল!

নরনারী বিকেল বেলায়
হাওয়া খায় পার্কে,
‘এরা সবে বেকার নাকি’
শুধায় শাহীন স্যারকে!

বড় যাদের টাকার থলি
সুপারমার্কেট যায় তারা,
ফুটপাতে শুয়ে থাকে
গরীব দুঃখী সর্বহারা!

টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি
উঁচু যাদের পজিশান
থাকে তারা বনানী
বেইলী রোড গুলশান!

নীল ক্ষেতে নীল নেই
ভার্সিটি আর বটতলে,
রাজনীতি আর মারামারি
চলে সেথা কলে বলে!

মসজিদ ভরা ঢাকা শহর
নামায পড়ার সময় হলে
দিক দিগন্ত কেঁপে উঠে
আযান শুধু আযান চলে!

বাংলাদেশের এই শহরে
হলেন কতো উজির রাজা
এই শহরে পাপের সাজা
ভোগলেন কতো বাদশা রাজা!

কলম আমার বন্ধু

কলম আমার বন্ধু
কলম আমার সাথি,
কলম দিয়ে লিখে আমি
মনের কথা গাঁথি।

কলম আমার নেশা
কলম আমার পেশা,
কলম দিয়ে সবার সাথে
করি মেলামেশা।

বন্ধু আমার সাথি,
কলম দিয়ে জাতি
বেলী ফুলের মালার মতো
এক সুতোয় গাঁথি।

বুলবুলি

সূর্য হাসো চাঁদনি হাসো
ফুল কি বাসো ভালো?
বুলবুলিটা সবার মাঝে
জোস্‌না মাখা আলো।

গুলবাগিচায় ফুলকুঁড়িরা
ঘুমের ঘোরে রাত কাটায়,
বুলবুলিটা ঊষারাগে
আল্লার নামে ফুল ফোটায়।

নদীর জোয়ার কল্‌কলিয়ে
গান যে গেয়ে যায়,
ফুলবাগিচায় বুলবুলি যে
সবার প্রিয় হায়।

নাতি

হাসি খুশি নাতি আমার
সাফ্ওয়ান,
লাফা লাফি করে যেনো
পাল্ওয়ান।

জুঁই চাঁপা বেল্ ফুল
নাতি আমার চুল্ বুল্।
কথা কয় তুল তুল
দাঁত নাই বিল কুল।

(তৃতীয় মুদ্রণে সংযোজিত)

শিশু

শিশু হাসে পরম সুখে
দোল্না দোলে
বোল্ না বোলে
ছোট্ট কঁচি নরম মুখে।
চোখটা হাসে
মুখটা হাসে
সোহাগ ফোটে মায়ের বুকে॥

যান দাগিরা যান

বান এসেছে বান :
হরেক সনে
বানের পরে
কাঁড়ি কাঁড়ি
থরে থরে ত্রাণ এসেছে ত্রাণ।
মান খেয়েছে মান :
সাব শুয়ারা
লুটে পুটে
বোন ভাবীরা
দলে জোটে দান খেয়েছে দান।
খান গিয়েছে খান :
স্বাধীন দেশের
সাধু অতি
শেখের নাতি,
সেনা পতি খান হয়েছে খান।
জান ত্যাগীরা জান :
এলো এবার
আলো নিয়ে,
লুটপাটের
হিসেব দিয়ে যান দাগিরা যান।

প্রশ্ন

দুপুরে কেন্ ঘুঘু ডাকে
আম মাদারের ডালে?
মাছগুলো কেন্ উঠে আসে
লালু শেখের জালে?
চাঁদটি কেন্ রাত্রি হলে
অমন করে হাসে
শিশির কেন্ ভোর বিহানে
জমে দুর্বা ঘাসে?
আকাশ কেন্ মেঘলা দিনে
গুড়ুম করে ডাকে?
কোকিল কেন্ ডিমটি পেড়ে
কাকের বাসায় রাখে?
সূর্যসখীর মুখটা চেয়ে
সূর্যমুখী পায়কি?
বনের কোকিল পুরলে খাঁচায়
গান সে আর গায় কি?

ফুল

গুলবাগিচায় ফুলকুঁড়িদের
বসলো নাকি মেলা,
তারি পাশে গংগা বুড়ীর
পাথার পাথার খেলা।
খোকন সোনার দোল্‌না দোলে
হাওয়ার কোলে ওই,
কদম ফুলের ঝালর ঝুলে
সাল্‌মা শিঁরী সই!
গোলাপ ফুলের ঠোঁটে হাসি
হাস্‌না হেনার গন্ধে,
খুকুমনি কুরআন পড়ে
মিষ্টি মধুর ছন্দে!
বকুল ফুলের মালা গাঁথে
আয়শা আফরোজ দিলু,
শিউলী ফুল কুড়িয়ে আনে
সালমা জাহান শিলু!
এই কথাটি বলতে দাদু
পড়ার ঘরে আসতেন :
প্রিয় নবী ফুলকে দিলু
দারুণ ভালো বাসতেন।

ভালো

সালাম ভালো কালাম ভালো,
মানব সেবা করা ভালো,
ভালো পথে চলা ভালো,
মিথ্যা নয়রে সত্য ভালো,
দুখী জনে দয়া ভালো,
জ্ঞান ভালো গুণ ভালো,
দীন ভালো দান ভালো,
পাপের পথে বাধা ভালো,
পরস্পরের চাও ভালো।
আয় করা ব্যয় ভালো,
বিপদ এলে সবর ভালো,
খাওয়া ভালো দাওয়া ভালো,
ঘর সংসার করা ভালো,
ছেলে ভালো মেয়ে ভালো,
ভালো সন্তান কত্তো ভালো,
আওয়াল ভালো আখের ভালো।

কৃষ্ণচূড়ার ফুল দেখেছ ?

কৃষ্ণ চূড়ার ফুল দেখেছ?
গন্ধ রাজের তুল দেখেছ?
পদ্মা নদীর কূল দেখেছ?
মেঘনা ঘাটের পুল দেখেছ?
বাবলা গাছের মূল দেখেছ?
অংক খাতার রুল দেখেছ?
চৈত্র মাসের ধূল দেখেছ?
সৌদি জামার ঝুল দেখেছ?
ইস্‌কুল ঘরের টুল দেখেছ?
রুই মাছের ঠুল দেখেছ?
আষাঢ় মাসের কুল দেখেছ?
রাণীর কানের দুল দেখেছ?
সেনাপতির শূল দেখেছ?
মধু মাছির হুল দেখেছ?
ঠিক করেছ সব দেখেছ,
সমাজতন্ত্রের গুল দেখেছ?
যা দেখেছ ঠিক দেখেছ,
শেখের কন্যার ভুল দেখেছ?

রোযার ঈদ

তারিক তাজু শাহীন সুমন
মুন্না মনি কই?
ঈদ যে এলো রোযার শেষে
চাঁদ উঠেছে ঐ!
আব্বু দিলেন জামা কাপড়
আম্মু দিলেন কি?
আম্মু দিলেন আদর করে
জরদা বিরানী!
দাদুমনি আদর করে
গোসল করালেন,
দাদী আমার নতুন নতুন
পোশাক পরালেন।

দু'আ

মালিক আমার
মনিব আমার
এই জগতে দাও ভালো!
চালক আমার
পালক আমার
পরজগতে দাও ভালো!!

হিসাব নেবে যেদিন প্রভু!
আমায় তুমি করবে ক্ষমা!
আমার পিতা আমার মাতা
তাদের তুমি করবে ক্ষমা!

মন্ত্র

মানিক মিঞা
মস্কো থেকে
নিয়ে এলো মন্ত্র,
মানুষ সবে
রাষ্ট্রকলের
হবে না কি যন্ত্র?
মেশিন কলের
সমাজ হবে
নামে সমাজতন্ত্র!
মাথার ভিতর
গোবর হবে
কলের মতোন
হৃদি হবে
থাকবে তবে অন্ত্র!!

মার্কিন মস্কো

কথা নাই
কাজ চাই
মতামত একটাই
সমাজতন্ত্রের যুগটাই!
একদেশে একদল
নেই কোনো কোন্দল,
হাতে হাতে
কর্মের ঝান্ডা
দিন শেষে
অশ্বের আন্ডা!
মার্কিন মস্কো
গিরে সব ফস্‌কো,
সমাজবাদ পুঁজিবাদ
মুরদাবাদ মুরদাবাদ!
ছিন্নমূল সূত্র যতো
ভাবনা চিন্তা হ্রস্ব,
বাইরে সব পোচপাচ
ভেতরে সব ভস্ম।

যাব যখন যাব চলে

যাব যখন যাব চলে
আমায় তুমি ভুলবে না,
দোষ করেছি দুখ দিয়েছি
সে সব কথা তুলবে না!

বুকের ব্যথা রাখবে বুকে
বুকটি তোমার খুলবে না,
সুখের কথা আনবে মুখে
পরের ঘাড়ে ঝুলবে না।

এক গুচ্ছ ছড়া

১

এক দুই তিন চার
মক্কার ঘর কার?
কা'বা ঘর নাম তার
সেই ঘর আল্লার।

২

উমর ভাই! উমর ভাই!
তোমার হাতে কী হে?
যা–লিকাল্ কিতাবু
লা-রাইবা ফী-হে!

৩

জল্দি করে সালাম দে
কারে চড়ে এলেন কে?
আযম সাহেব এলেন আর
আবদুস শহীদ নাসিম যে!

৪

ধান বুনে আলী ভাই
আল্লার নামে রেখে যাই,
জমি ভরা ধান পাই
আল্লাহ্ ছাড়া মা'বুদ নাই!

৫

গোলাপ পদ্ম বেলফুল
খোদার দয়ার নেই ভুল,
গাছের মাথায় আছে কুল
মিষ্টি মধুর বিলকুল।

৬

আয়রে কঁচি আয়রে কিশোর
আল্লাহ্‌র হুকুম মানি ভাই,
আকাশ যমীন সাক্ষী আছে
আল্লাহ্‌ ছাড়া মা'বুদ নাই!

৭

চাঁদ সিতারা গুল্মলতা
সাক্ষী দিয়ে যায়,
বিশ্ব জাহান চলেরে ভাই
আল্লাহ্‌র ইশারায়!

৮

কুরআন পড়ে মিঞা ভাই
তোরা সবে মন দে!
পড়া লেখা করবে সবে
সকাল আর সন্ধ্যে!

৯

কুরআন হাদিস পড়ে আমার
ছোট্ট মেয়ে হোমায়রা,
চুপি চুপি শুনে বসে
বিড়াল ছানা-হোরায়রা।

১০

রমযান এলে রোযা রাখো
বোকা করে তিরস্কার,
রোযা রাখার কদর অতি
আল্লাহ্‌ দেবেন পুরস্কার।

দূর করে মার দুঃখ

হ্যাপী মুন্নী দুই বোন
ফুলের মতো হাসে,
আব্বু আম্মু দাদু নানু
কত্তো ভালোবাসে।
নামায পড়ে রোযা রাখে
চাঁদের মতোন মুখ,
মিষ্টি মধুর কথা বলে
দূর করে মার দুঃখ্।

গুণগুণ সারাক্ষণ

গুণ্ গুণ্ সারাক্ষণ গায় গান,
রাত দিন তুল্ তুল্ খায় পান,
টুক্ টুক্ লাল তার হারখান,
ঠিক ঠিক মেড্ইন্ জারমান!
মুক্তার ঠিকতার দাঁত তার,
ঠোঁট তার রঙিন আলতার।
খেলতে খেলতে দ্যায় লাফ
থাকে সদা পাক সাফ!
হ্যাপীর মতো আছে কে?
মায়ের হুকুম মানে সে!
তারি মতো হবে কে?
মুন্নী কহে আমি সে!

হিমু তুমি

হিমু তুমি আদর নিও
সোহাগ নিও আর,
আব্বু তোমায় দিচ্ছে চিঠি
লিখন লিখে তার।

মানিক আমার মাগো তোমায়
দেখতে চাহে দিঠি,
দূর বিদেশে আছি বলে
লিখতে হলো চিঠি।

বাসা বাঁধা আশা মোদের
অনেক দিনের শেষে,
আসলে মাগো এই আমাদের
আদর মায়ার দেশে।

আম্মু বুঝি বুকে রাখে
কোলে রাখে আর।
কান্না বুঝি ভুলে যাও
কোলটি পেলে তার?

দাদু নানু সবাই বুঝি
তোমায় ভালো বাসে?
তোমায় তারা কোলে নিয়ে
চাঁদের মতন হাসে?

আম্মু যদি বকে তোমায়
নানুর কোলে যেয়ো,
আলো খুকুর আদর পেলে
কান্‌না ভুলে যেয়ো।

কান্না কাটি করছো যতো
করছো কেন জানি,
কান্না তো নয় বলছ কেবল
আব্বুকে দাও আনি।

আরতো বেশি থাকবো নাকো
তোমার মায়া ছাড়ি,
আর ক'টা দিন গেলেই মাগো
এসে যাবো বাড়ি।

শাহীনের স্বপ্ন

ছোট্ট খোকন শাহীন দেখে :
মস্ত একটা হাতি,
শূঁড়ে ধরে মারল শাহীন
ভীষণ তারে লাথি!

একটি হাতি তারি সাথি
দেখে এলো ক্ষেপে,
হঠাৎ শাহীন লম্ফ দিয়ে
বসলো পিঠে চেপে!

বনের দিকে ছুটল হাতি
ছুটল ভীষণ দৌড়ে,
তারি পিঠে শাহীন সোনা
যাচ্ছে না তো পড়ে!
বনের শেষে পৌঁছল হাতি
রূপসা নদীর তীরে,
ফ্যাসাদ থেকে বাঁচতে বুঝি
ঝম্প দিলো নীরে।

নদীর নীরে ডুবলো হাতি
শাহীন এলো পারে,
আম্মু মনি এসে তখন
বুকে নিলো তারে!
দুধ খাওয়ালো ফল খাওয়ালো
চুমু দিলো ভালে,
স্বপ্ন দেখে শাহীন সোনা
জুন চুরাশি সালে।

সাকিফ সোনা

চন্দ্র বলে সূর্য বলে
ভোরের তারা আকাশ থেকে
হঠাৎ গেলো কই?
লক্ষ তারা বলে ওঠে
সাকিফ সোনা মায়ের কোলে
ছুটে এলো ওই!

আব্বু আম্মু ওরে খুশি
দাদু নানু মামু খুশি
খুশি খালার দল,
আকাশ বলে বাতাস বলে
চেয়ে দ্যাখো চৌধ্‌রী বাড়ি
নামলো খুশির ঢল।

মায়ের কোলে কঁচি মুখে
চাঁদের মতন সোনার ছেলে
ফুলের মতন হাসে,
তাইনা দেখে বাপের মনে
সোহাগ ফোটে দিনে রাতে
রাখে নিজের পাশে।

দেশ গড়ার গান

চল মুজাহিদ চলরে চল
চল মুজাহিদ জোরছে চল
এগিয়ে চল
এগিয়ে চল!
বদ্ধ মনের কপাট খুলে
লাল সবুজের নিশান তুলে
এগিয়ে চল
এগিয়ে চল!
মিথ্যা সব মাড়িয়ে চল
মিথ্যা সব দু'পায়ে দল
এগিয়ে চল
এগিয়ে চল!
আসুক তুফান আসুক বান
ন্যায়ের পথে যাক না জান
হও আগুয়ান
ও নওজোয়ান।
আল কুরআনের আহ্বানে
দেশ গড়ার গানে গানে
হও আগুয়ান
ও নওজোয়ান!
আল্লার দেয়া জীবন প্রাণ
মানব সেবায় করতে দান
হও আগুয়ান
হে নওজোয়ান
হে নওজোয়ান!
জগত জোড়া তরুণ দল
আল্লার দীনের সৈনিক দল
এগিয়ে চল
এগিয়ে চল
এগিয়ে চল ॥
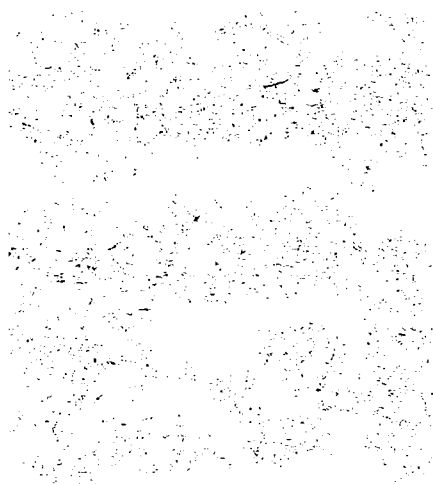
কিশোরদের জন্যে
আবদুস শহীদ নাসিম-এর
লেখা কয়েকটি বই
কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম খণ্ড
নবীদের সংগ্রামী জীবন ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২